হাদীসে রাসূল

ﷺ

বাংলার মিশন-কোর্স

(পঞ্চম শ্রেণী)

পুনর্বিন্যাস

আব্দুল হামীদ মাদানী

কোন কাজ ছোট নয়

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ : ((**لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعرُوفِ شَيئاً وَلَوْ أَنْ تَلقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ**)). رواه مسلم

(১) আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী ﷺ আমাকে বলেছেন, "তুমি অবশ্যই পুণ্যের কোন কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তুমি তোমার (মুসলিম) ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতে পার।" *(মুসলিম)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

উল্লিখিত হাদীস শরীফে এ কথা বলা হয়েছে যে, কাজ ভাল হলে, তার কোনটাই ছোট নয়। শরীয়ত-সম্মত কোন কাজই তুচ্ছ নয়। সুতরাং যথাসাধ্য ভাল কাজ ক'রে যেতে হবে। মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও পুণ্যের কাজ; যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে তা ছোট বলেই মনে হয়।

হাসিমুখে সাক্ষাৎ সচ্চরিত্রতার একটি মহৎ গুণ। হাসিতে মানুষের মন জয় করে। মুসলিমে-মুসলিমে সৌহার্দ বৃদ্ধি পায়। পারস্পরিক সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজ ও পরিবেশ গড়ে ওঠে।

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। কোন ভাল কাজকে তুচ্ছ ও নগণ্য ভাবা উচিত নয়।
২। মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের সময় মুচকি হাসা কর্তব্য।
৩। সাক্ষাতের সময় মুখ গোমড়া ক'রে থাকা উচিত নয়।
৪। সমাজে প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ গড়া প্রত্যেকের দায়িত্ব।
৫। হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা এবং মিষ্টিমুখে কথা বলাও একটি পুণ্যের কাজ।

পথের দিশারী পথিকের মতোই

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ : ((**مَنْ دَعَا إِلَى هُدَىً ، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَه ، لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيئاً ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ ، كَانَ عَلَيهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيئاً**)). رواه مسلم

(২) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি (কাউকে) সৎপথের দিকে আহবান করবে, সে তার প্রতি আমলকারীদের সমান নেকী পাবে। এটা তাদের নেকীসমূহ থেকে কিছুই কম করবে না।

আর যে ব্যক্তি (কাউকে) ভ্রষ্টতার দিকে আহবান করবে, তার উপর তার সমস্ত অনুসারীদের গোনাহ চাপবে। এটা তাদের গোনাহ থেকে কিছুই কম করবে না।" *(মুসলিম)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

উল্লিখিত হাদীস শরীফে এ কথা বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন ভাল পথ দেখাবে, সে পথে সে নিজে চলতে না পারলেও, যে চলবে, তারই মতো তারও সওয়াব হবে। যে কোন ভাল কাজের উপদেশ দেবে, সেই উপদেশ অনুযায়ী সকল আমলকারীর মতো তারও সওয়াব হবে। তাতে তাদের সওয়াবের কোন কমি হবে না। অর্থাৎ, কর্তার সওয়াব কেটে দিশারী বা উপদেষ্টাকে দেওয়া হবে না।

অনুরূপ যে কোন মন্দ পথ দেখাবে, সে পথে সে নিজে না চললেও, যে চলবে, তারই মতো তারও গোনাহ হবে। যে কোন মন্দ কাজের পরামর্শ দেবে, সেই পরামর্শ অনুযায়ী সকল আমলকারীর মতো তারও গোনাহ হবে। তাতে তাদের গোনাহের কোন কমি হবে না। অর্থাৎ, কর্তার গোনাহ কেটে দিশারী বা উপদেষ্টাকে দেওয়া হবে না।

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। ভাল কাজের উপদেশ দেওয়া কর্তব্য। কারণ তাতে আছে অনুসারীদের সমান সওয়াব।

২। খারাপ কাজের পরামর্শ ও কুমন্ত্রণা দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাতে আছে অনুসারীদের সমান গোনাহ।

৩। উপদেষ্টাকে যে সওয়াব দেওয়া হয়, তা পৃথক সওয়াব। অনুসারীদের সওয়াব কেটে দেওয়া হয় না।

৪। কুমন্ত্রণাদাতাকে যে শাস্তি দেওয়া হয়, তা পৃথক শাস্তি। অনুসারীদের শাস্তি কেটে দেওয়া হয় না।

৫। বিদআত রচনাকারী ও পথভ্রষ্টকারীদের পাপের পরিমাণ অনুমেয়। কারণ তাদের অনুগামীদের সমান পাপ তাদের ঘাড়ে চাপবে।

হিংসা-বিদ্বেষ বৈধ নয়

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((**لاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَلاَ تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ**)). متفق عَلَيْهِ

(৩) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ো না, পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না, পরস্পরের সাথে সম্পর্ক ছেদন করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও। আর কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার (মুসলিম) ভাইয়ের সঙ্গে তিনদিনের বেশি কথাবার্তা বলা ত্যাগ করে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

উল্লিখিত হাদীস শরীফে মুসলিমদের মাঝে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুসলিমদের মন হবে উদারতা, মহানুভবতা, সহমর্মিতা ও সাহায্য-সহযোগিতায় পরিপূর্ণ। তাদের মনে কারো প্রতি কোন হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। থাকবে না কোন পরশ্রীকাতরতা ও রাগারাগি। মন কষাকষি না রেখে প্রত্যেকে হবে সরল মনের অধিকারী।

কোন কারণে কারো সাথে যদি কোন প্রকারের মনোমালিন্য হয়েও যায়, তাহলে তা দীর্ঘ সময় ধরে পুষে রাখা উচিত নয়। বরং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা মিটিয়ে ফেলা জরুরী। আর তা তিন দিনের বেশি সময় ধরে বিলম্বিত ক'রে আপোসে কথাবার্তা বন্ধ রাখা বৈধ নয়। যেহেতু এই সম্পর্ক ছিন্ন করাতে অন্য পাপ সৃষ্টি পেতে পারে। তবে কোন শরয়ী কারণ থাকলে, সে কথা ভিন্ন।

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা বৈধ নয়।

২। কারো ভাল দেখে তার প্রতি হিংসা করা বৈধ নয়।

৩। শত্রুর মতো কারো পিছনে লাগা বৈধ নয়।

৪। পরস্পর সম্পর্ক ছেদন করা বৈধ নয়। আত্মীয় হলে তো আরো নয়।

৫। মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে তিনদিনের বেশি কথাবার্তা বন্ধ রাখা বৈধ নয়।

পানাহারের আদব

وَعَن عُمَرَ بنِ أَبِي سَلَمَةَ رَبِيبِ رَسُولِ الله ﷺ ، قَالَ : كُنْتُ غُلاَماً فِي حِجرِ رَسُولِ الله ﷺ وَكَانَتْ يَدي تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لي رَسُولُ الله ﷺ : ((**يَا غُلاَمُ، سَمِّ الله تَعَالَى، وَكُلْ بيَمِينكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ**)). فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتي بَعْدُ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৪) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সৎ ছেলে উমার ইবনে আবী সালামা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা আমি ছোট হিসাবে নবী ﷺ-এর কোলে

ছিলাম। খাবার (সময়) বাসনে আমার হাত ঘুরছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "ওহে কিশোর! 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাতে আহার কর এবং নিজের কাছ থেকে খাও।" তারপর থেকে আমি সব সময় এ পদ্ধতিতেই আহার করে আসছি।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

উল্লিখিত হাদীস শরীফে নির্দেশ রয়েছে যে, অন্যের সাথে শরীক হয়ে আহার করার সময় প্লেটের যেখান-সেখান থেকে খাওয়া বেআদবী। বরং নিজের সামনের সবচেয়ে কাছের অংশ থেকে খেতে হবে। খাবার শুরু করার আগে 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে এবং ডান হাত দিয়ে খেতে হবে।

হাদীস থেকে শিক্ষনীয় বিষয়

১। শিশুকে শৈশব থেকেই শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য।

২। খাওয়া শুরু করার আগে 'বিসমিল্লাহ' বলা সুন্নত। ভুলে গেলে এবং পরে স্মরণ হলে 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু অআ-খিরাহ' বলা সুন্নত।

৩। প্লেটে নিজের সামনে থেকে খাওয়া কর্তব্য। মাঝখান থেকে বা অন্য প্রান্ত থেকে হাত বাড়িয়ে খাবার তুলে খাওয়া বেআদবী।

৪। ডান হাত দিয়ে পানাহার করা সুন্নত। অনুরূপ কিছু দেওয়া-নেওয়া করাও সুন্নত। হাদীসে এসেছে যে, 'শয়তান বাম হাত দিয়ে পানাহার ক'রে থাকে।'

৫। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, পানাহার শেষ ক'রে আল্লাহর প্রশংসা করা কর্তব্য।

হাঁচির আদব

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((**إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : اَلْحَمْدُ لله ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ الله. فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ**)). رواه البخاري

(৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ হাঁচবে, তখন সে যেন বলে, 'আলহামদু লিল্লাহ।' (তা শুনে) তার ভাই বা সাথীর বলা উচিত, 'য়্যারহামুকাল্লাহ।' সুতরাং যখন জবাবে 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলবে, তখন যে (হাঁচি দিয়েছে) সে বলবে, 'য়্যাহদীকুমুল্লাহু অয়্যুস্‌লিহু বালাকুম।' (অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে সুপথ দেখান ও তোমাদের অন্তর সংশোধন ক'রে দেন।)" *(বুখারী)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

উল্লিখিত হাদীস শরীফে নির্দেশ রয়েছে যে, কারো হাঁচি বা ছিঁকি হলে, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। যেহেতু এর মাধ্যমে সে স্বস্তি অনুভব করে, নাসারন্ধ্র পরিষ্কার হয়ে যায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের পথের বাধা দূরীভূত হয়। সেই সাথে সে সওয়াবেরও অধিকারী হয়।

যে সাথী হাঁচি দেওয়ার পর 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলতে শুনবে, তার উচিত, তাকে দুআ দেওয়া। যেহেতু হাঁচি নাসারন্ধ্রে কোন বাধার ফলে হয়ে থাকে এবং এমনও হতে পারে যে, তা সর্দি লাগার পূর্বাভাষ। তাই 'আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন' বলে দুআ দেওয়া কর্তব্য।

দুআর বদলে দুআ দেওয়া কর্তব্য, তাই হাঁচিদাতাও নিজের জন্য দুআ শুনে দুআকারীর জন্য দুআ ক'রে বলবে, 'আল্লাহ তোমাদেরকে সুপথ দেখান ও তোমাদের অন্তর সংশোধন ক'রে দেন।' আর এ সবে অবশ্যই সওয়াব রয়েছে।

হাদীস থেকে শিক্ষনীয় বিষয়

১। এক মুসলিম অপর মুসলিমের জন্য কল্যাণকামী ও দুআগো হবে। আর এর ফলে মুসলিমদের মাঝে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে।

২। হাঁচি দেওয়ার পর 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলা সুন্নত।

৩। শ্রোতার জন্য 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলা সুন্নত।

৪। হাঁচিদাতার জন্য দুআর বদলে দুআ দিয়ে 'য়্যাহদীকুমুল্লাহু অয়্যুস্‌লিহু বালাকুম' বলা সুন্নত।

৫। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, হাঁচি দেওয়ার সময় মুখে হাত বা তার সাথে কাপড় রেখে শব্দ কম করা উচিত। তার ফলে হাঁচির সময় নাক-মুখ থেকে যে প্রায় ৫০০০ জলকণা বের হয়, তা সাথীর নাকে-মুখে গিয়ে লাগবে না এবং সে মনে মনে ক্ষুব্ধ হবে না।

সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা

عَنِ عبد الله ابنِ مَسْعُودٍ ﷺ ، عن النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((**إِنَّ الصِّدقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ ، وإِنَّ البر يَهدِي إِلَى الجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدِّيقاً . وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكتَبَ عِنْدَ الله كَذَّاباً**)) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৬) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় সত্যবাদিতা পুণ্যের পথ দেখায় এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ (অবিরত) সত্য বলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে তাকে 'মহা সত্যবাদী' বলে লিখা হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যাবাদিতা পাপের পথ দেখায় এবং পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ (সর্বদা) মিথ্যা বলতে থাকে, শেষ অবধি আল্লাহর নিকটে তাকে 'মহা মিথ্যাবাদী' বলে লিপিবদ্ধ করা হয়।" *(বুখারী-মুসলিম)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

উল্লিখিত হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি নিজ কথাবার্তায় সত্যবাদী হবে, সদা সত্য কথা বলবে, সে ব্যক্তি 'সত্যবাদী' বলে পরিচিতি লাভ করবে। মানুষের কাছে সে ভাল হবে এবং আল্লাহর কাছেও। আর তার বিনিময়ে সে পরকালে জান্নাত লাভ করবে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজ কথাবার্তায় মিথ্যাবাদী হবে, সদা মিথ্যা কথা বলবে, সে ব্যক্তি 'মিথ্যাবাদী' বলে পরিচিতি লাভ করবে। মানুষের কাছে সে মন্দ হবে এবং আল্লাহর কাছেও। আর তার বিনিময়ে সে পরকালে জাহান্নামে স্থান পাবে।

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। সত্যবাদিতা সচ্চরিত্রতা ও পুণ্যের পথ।

২। সত্য কথা বললে যেমন মানুষের কাছে ভাল হওয়া যায়, তেমনি আল্লাহর কাছেও ভাল হওয়া যায়।

৩। সত্যবাদিতা সত্যবাদীকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।

৪। মিথ্যাবাদিতা অসচ্চরিত্রতা ও পাপের পথ।

৫। মিথ্যা কথা বললে যেমন মানুষের কাছে খারাপ হতে হয়, তেমনি আল্লাহর কাছেও খারাপ হতে হয়। 'সত্য কথা মিথ্যা কার? মিথ্যা বলা অভ্যাস যার।' তখন মিথ্যাবাদীর সত্য কথাও লোকে বিশ্বাস করে না।

৬। মিথ্যাবাদিতা মিথ্যাবাদীকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

ইসলামী অভিবাদন 'সালাম'

وَعَن عَبدِ الله بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ : أَيُّ الإِسلاَمِ خَيْرٌ ؟ قَالَ: ((**تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ**)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৭) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ'স ﷺ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'ইসলামের কোন্ কাজটি উত্তম?' তিনি জবাব দিলেন, "তুমি অন্নদান করবে এবং পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম দেবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

উল্লিখিত হাদীস শরীফে ইসলামের একটি সামাজিক সম্প্রীতির অভিব্যক্তি ঘটেছে। সেই ইসলামী সমাজ কত সুন্দর, যাতে কোন মানুষ অনাহারে থাকে না! সেই পরিবেশ কত সুন্দর, যেখানের মানুষ ক্ষুধার্তকে অন্নদান করে!

আর সালাম? সালাম মহান আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম। তাই সালাম কেবল ইসলাম-ওয়ালাদের জন্য। সালাম মানে শান্তি। সাক্ষাৎকালে পরস্পরের সালাম-বিনিময় মানেই হল একে অপরকে শান্তির দুআ দেওয়া। 'তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তুমি নিরাপত্তা লাভ কর।'

সালাম দিলে আপোসের সম্প্রীতি বাড়ে। তাই অধিকাধিক সালাম প্রচারের গুরুত্ব আছে। অশান্তিময় পরিবেশে শান্তির ফুল ছড়ানোর প্রয়োজন আছে। তবে মতলবের সালাম নয়, কেবল পরিচিত ব্যক্তিকে নয়, সকল মুসলিমকে সাক্ষাতে সালাম দিতে হবে। অবশ্য কোন শরয়ী বাধা থাকলে সে কথা ভিন্ন।

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। অন্নহীনকে অন্নদান করা ভাল মুসলিমের পরিচয়।

২। সাক্ষাতে পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলিমকে সালাম দেওয়া সুন্নত এবং তা একজন ভাল মুসলিমের অভ্যাস।

৩। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজেব।

সবচেয়ে বড় বখীল সে, যে সালাম দিতে বখীলী করে।

টেলিফোনে আলাপকালেও সালাম দিয়ে শুরু করা কর্তব্য।

সালামের বিনিময়ে 'গুড-মর্নিং, সুপ্রভাত, শুভ-সন্ধ্যা, হ্যালো' ইত্যাদি বলা শরীয়ত-সম্মত নয়।

প্রস্রাব-পায়খানার আদব

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ: ((**اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ**)). متفق عليه

وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلاَءِ قَالَ: ((**غُفْرَانَكَ**)). رواه أحمد وأصحاب السنن

(৮) আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন, 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিনাল খুবুষি অল-খাবাইষ।' (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি পুরুষ ও নারী খবীস জ্বিন হতে পানাহ চাচ্ছি।) *(বুখারী-মুসলিম)*

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন পায়খানা থেকে বের হতেন, তখন বলতেন, 'গুফ্‌রানাক।' (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার ক্ষমা চাচ্ছি।) *(আহমাদ, আসহাবুস সুনান)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

বাথরুম, পায়খানা বা প্রস্রাব-পায়খানা করার জায়গায় প্রবেশ করার পূর্বে হাদীসে উল্লিখিত দুআ পড়তে হয় মুসলিমকে। কারণ সাধারণতঃ উক্তরূপ নোংরা জায়গাসমূহে খবীস শয়তান জ্বিনেরা বাস করে। এই জ্বিনেরা মানুষের ক্ষতি সাধন করতে পারে বিধায় তাদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করা উচিত। যেমন এর পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বললে তাদের চোখে পর্দা পড়ে যায় এবং তারা মানুষের গুপ্তস্থান দেখতে সক্ষম হয় না।

বাথরুম থেকে বের হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হয়। যেহেতু সেখানে যেটুকু সময় কাটানো হয়, তা আল্লাহর যিক্‌রমুক্ত হয়। আর তার জন্যই ক্ষমা চেয়ে নিতে হয়। এই জন্যই পায়খানায় অপ্রয়োজনে (দাঁতন, গল্প ইত্যাদি করতে করতে) বেশি সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। প্রস্রাব-পায়খানার জায়গায় প্রবেশ করার পূর্বে উল্লিখিত দুআ পাঠ করা মুস্তাহাব।

২। প্রস্রাব-পায়খানার জায়গা থেকে বের হয়ে উল্লিখিত দুআ পড়াও সুন্নত।

৩। প্রস্রাব-পায়খানার জায়গায় আল্লাহর যিক্‌র করা বৈধ নয়।

৪। বিশেষ সময় ছাড়া সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র (স্মরণ) করা উচিত।

৫। শয়তান জ্বিন মানুষের ক্ষতি করতে পারে। তবে তাদের ক্ষতি থেকে বাঁচার একমাত্র হাতিয়ার হল আল্লাহর যিক্‌র ও দুআ।

৬। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বাথরুমে প্রবেশ করার সময় প্রথমে বাম পা এবং বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা আগে বাড়ানো মুস্তাহাব।

প্রস্রাব-পায়খানা করতে বসার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ ক'রে বসা উচিত নয়।

রাগ করো না

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِي ﷺ : أَوصِني . قَالَ : ((**لا تَغْضَبْ**)) فَرَدَّدَ مِراراً ، قَالَ: ((**لاَ تَغْضَبْ**)). رواه البخاري

(৯) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, একটি লোক নবী ﷺ-এর সমীপে আবেদন জানাল যে, আপনি আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি বললেন, "তুমি রাগান্বিত হয়ো না।" লোকটি বার বার এই আবেদন জানাল। তিনি (প্রত্যেক বারেই) তাকে এই অসিয়ত করলেন যে, "তুমি রাগান্বিত হয়ো না।" *(বুখারী)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

মানুষের মাঝে রাগ হল সুখহর একটি রিপু। আসলে ক্রোধ বা রাগ হল আগুনের এক প্রকার শিখা এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা। যেহেতু শয়তানও আগুন থেকে সৃষ্ট।

মানুষ হল মাটির তৈরী। আর মাটির প্রকৃতি হল শান্ত ও গম্ভীর। পক্ষান্তরে আগুনের প্রকৃতি হল জ্বালাময়, সর্বনাশী ও উর্ধ্বগামী।

মানুষের রাগ হলে মনে শান্তি পায় না। বরং অশান্তি সৃষ্টি করে অপরের জন্য। ক্রোধে মানুষ দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। রোষানলে দগ্ধ হয়ে কত শত ক্ষতি ক'রে বসে নিজের। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারে। কোপে উত্তপ্ত হয়ে সামান্য জিনিসকে নিয়ে বাড়াবাড়ি ক'রে মারামারি হয়, কোর্ট-কাছারি হয়, অর্থ ব্যয় হয়। ক্রোধান্বিত হয়ে মানুষ স্ত্রীকে মারধর করে, তালাক দিয়ে বসে। নিজের সন্তানকে শাসন করতে গিয়ে বিকলাঙ্গ ক'রে বসে। আর অবস্থা বিশেষে মানুষও হিংস্র-জন্তু মাত্র।

মানুষ যখন খুব রেগে যায়, তখন মনে থাকে না তার নিজের আত্মসম্মানের কথা, ধর্মের কথা। তাই সে তখন কারো খাতির রাখতে চায় না। এমন কি যদি তলোয়ার হাতে ধরে থাকে এবং তার কামনা সিদ্ধি করতে না পারে, সেই সময় রাগ চরমে উঠে গিয়ে তাকে অধীর করে ফেলে। ফলে হঠাৎ ক'রে নাকে একটি মাছি বসলে, মাছিটিকে তলোয়ার দ্বারা কাটতে উদ্যত হয়ে নিজের নাক কেটে বসে!

ক্রোধ আত্মপর মর্যাদা বিস্মৃত করে এবং যাবতীয় উপকার সমাধিস্থ করে। অনেক সময় পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি অসমীচীন আচরণ ক'রে বসে ক্রোধোন্মত্ত ব্যক্তি।

ক্ষোভ মানুষের জীবনকে বিষাক্ত করে তোলে, শান্তির সংসারে অগ্নিসংযোগ করে।

আঞ্চলিক ভাষায় লোকে বলে, 'রাগ চন্ডাল।' আসলে রাগ বোকামি থেকে উৎপত্তি হয়, কিন্তু অনুতাপে শেষ হয়। ক্রোধের প্রথমটা পাগলামি এবং শেষটা লাঞ্ছনা। ক্রোধ দূর হলে অনুতাপ আসে।

যে মানুষের রাগ নেই, সে মানুষ অনেক অশান্তি থেকে বাঁচতে পারে। রাগের পর নামায হয় না ঠিকমত। রাগের কথা নিয়ে মনের ভিতরে আলোচনা করতে করতে ঘুম আসে না রাতে। অথচ যে রাগে না, সে আরামসে ঘুমায়। যে মানুষ কথায় কথায় রাগে, সে মানুষকে নিয়ে লোকে ব্যঙ্গ করে। যে রাগে, তাকে লোকে রাগায়ও বেশী। আর তাতে তার মনে দুঃখ অবশ্যই হয়।

এই জন্যই মহানবী ﷺ-এর সংক্ষিপ্ত অথচ মহামূল্যবান অসিয়ত হল, 'রাগ করো না।' কত সুন্দর সে অসিয়ত!

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। কারো কথায় রাগ করা যাবে না। রাগ থাকা ভাল, রাগের কথায় রাগ হওয়া ভাল, তবে তা সংবরণ করতে হবে।

২। কারো প্রতি অন্যায়ভাবে রাগ করাই যাবে না। কারণ সেটা হবে আহাম্মকী।

৩। একই ব্যক্তিকে বারবার সেই অসিয়তই করা দরকার, যার সে অধিক মুখাপেক্ষী অথবা যা তার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী।

৪। ধৈর্যশীলতা, সহনশীলতা ও ক্রোধ-পান করার গুণ মুসলিমের চরিত্রে থাকা জরুরী।

৫। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, রাগ দমন করার ট্যাবলেট হল, 'আঊযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম।'

সচ্চরিত্রতা

وَعَن عَبدِ الله بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : لَمْ يَكُن رَسُولُ الله ﷺ فَاحِشاً وَلاَ مُتَفَحِّشاً ، وَكَانَ يَقُولُ : ((**إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقاً**)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১০) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ (প্রকৃতিগতভাবে কথা ও কাজে) অশ্লীল ছিলেন না এবং (ইচ্ছাকৃতভাবেও) অশ্লীল ছিলেন না। আর তিনি বলতেন, "তোমাদের

মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে তোমাদের মধ্যে সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

উল্লিখিত হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ হল সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর, আখলাক সবার চেয়ে ভাল, স্বভাব সবার চেয়ে উত্তম।

'মান' আর 'হুঁশ' নিয়ে মানুষ হয়। যে মানুষের মান-সম্মান নেই, যে মানুষ অপমান বুঝে না, সে মানুষ ভাল হতে পারে না। যেমন যে মানুষের ভাল-মন্দের পার্থক্য-জ্ঞান নেই, সে মানুষও ভদ্র হতে পারে না।

স্বাস্থ্যবান না হলেও মানুষ 'মানুষ' থাকে। অর্থশালী না হলেও মানুষ 'মানুষ' হতে পারে। কিন্তু চরিত্রবান না হলে কোন মানুষ 'মানুষ' থাকতে পারে না। যে নরের নৈতিকতা নেই, সে 'বা' অথবা লেজ-খসা ডারুইনের পূর্ব-পুরুষ।

অশ্লীল কথা বলা, গালাগালি করা, নোংরা কথা উচ্চারণ করা কোন চরিত্রবান মানুষের কাজ নয়। চরিত্রবান হতে হলে অশ্লীলতা ও নোংরামি থেকে শতক্রোশ দূরে থাকতে হয়। তাই আমাদের নবী ﷺ কোনভাবেই অশ্লীল ছিলেন না। তিনি ছিলেন সচ্চরিত্রতার মূর্ত-প্রতীক।

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। আমাদের নবী ﷺ ছিলেন সুমহান চরিত্রের অধিকারী। তিনি অশ্লীল কথা বলতেন না।

২। অশ্লীল কথা বলা, গালি বকা চরিত্রবান মানুষের কাজ নয়।

৩। সবচেয়ে ভাল লোক হতে হলে, চরিত্রকে সবার চেয়ে সুন্দর করতে হবে।

৪। চরিত্র ভাল হলে সমাজে সমাদৃত হওয়া যায়।

ক্ষমাশীলতা

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : مَا خُيِّرَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا ، مَا لَمْ يَكُنْ إِثماً ، فَإِنْ كَانَ إِثماً ، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ . وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ الله ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ، إِلاَّ أَن تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ الله ، فَيَنْتَقِمَ لله تَعَالَى . متفقٌ عَلَيْهِ

(১১) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখনই দু'টি কাজের মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া হত, তখনই তিনি সে দু'টির মধ্যে সহজ কাজটি গ্রহণ করতেন; যদি সে কাজটি গর্হিত না হত। কিন্তু তা

গর্হিত কাজ হলে তিনি তা থেকে সকলের চেয়ে বেশি দূরে থাকতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য কখনই কোন বিষয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু (কেউ) আল্লাহর হারামকৃত কাজ ক'রে ফেললে তিনি কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

ইসলাম সরলতা ও উদারতার ধর্ম। তাতে কোন প্রকার গোঁড়ামির অবকাশ নেই। ইসলাম মধ্যমপন্থী ধর্ম। চরমপন্থী ও কট্টোরপন্থী হওয়া মুসলিমের গুণ নয়।

অবশ্য পাপ থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়। দ্বীনের কাজে অবজ্ঞা ও অবহেলা করাও মুসলিমের গুণ নয়। নরমপন্থী হওয়াও উচিত নয় মুসলিমের।

দু'টি কাজের একটি করতে হলে, যে কাজটা করা সহজ, সেটা এখতিয়ার করা উচিত। অবশ্য অপর কাজটা পাপকাজ হলে, তার নিকট থেকে দূরে থাকা কর্তব্য।

ইসলামে ক্ষমাশীলতার বড় মাহাত্ম্য রয়েছে। মহানবী ﷺ নিজের ব্যাপারে কৃত ভুলকে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন। কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে কৃত ভুলকে ক্ষমা করতেন না। কেউ তাঁর প্রতি অন্যায় ব্যবহার ও অসভ্য আচরণ প্রদর্শন করলে, তিনি তাকে ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু কেউ আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করলে তিনি তাকে ক্ষমা করেননি।

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। আমাদের নবী ﷺ ছিলেন সুমহান চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন বড় উদার।

২। ইসলাম উদারতা পছন্দ করে; যদি তাতে পাপ না হয়।

৩। মানুষের ত্রুটিকে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা কর্তব্য। তাতে মানুষের হৃদয় জয় করা যায়।

৪। নিজের প্রতি অপরের অন্যায় আচরণ দেখে ধৈর্যধারণ করা উচিত। তাতে হৃদয় আকৃষ্ট হয়।

৫। নিজের ব্যক্তিগত বিষয়ে অন্যায়কারীকে ক্ষমা করা যায়। কিন্তু আল্লাহর অধিকারে অন্যায়কারীকে নয়।

৬। অপরের অন্যায়াচরণ ও পাপ দেখে চুপ থাকা কিন্তু উদারতা বা ক্ষমাশীলতা নয়। সে ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিবাদ ও পাপ রোধ করার চেষ্টা করতে হবে।

সৎসর্গের প্রভাব

وَعَن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّمَا مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ ، كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً ، وَنَافِخُ الكِيرِ : إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً مُنْتِنَةً)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১২) আবূ মূসা আশআরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হল, কস্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) ও হাপরে ফুৎকারকারী (কামারের) ন্যায়। কস্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে অথবা তার কাছ থেকে তুমি কিছু খরিদ করবে অথবা তার কাছ থেকে (এমনিতেই) সুবাস লাভ করবে। আর হাপরে ফুৎকারকারী (কামার) হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

হাদীসে এ কথা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ব্যক্তির উপর সাহচর্যের বড় প্রভাব রয়েছে। সঙ্গী, সাথী ও বন্ধুর চরিত্র নিজের মধ্যে সহজে সংক্রমণ করতে পারে।

মানুষ সৎ সংসর্গে থেকে ভাল এবং অসৎ সংসর্গে থেকে খারাপ হতে পারে। সঙ্গ-দোষে লোহা ভাসে। সৎ-সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ-সঙ্গে সর্বনাশ হয়। আতর-ওয়ালা ও কামারের উদাহরণ দিয়ে তা খুব সুন্দরভাবে বুঝানো হয়েছে উক্ত হাদীসে।

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। ইসলাম মুসলিমদেরকে সর্বদা ভাল হতে ও ভালোর সাহচর্য গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং খারাপ হতে ও খারাপের সাহচর্য বর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

২। ভালোর সংস্পর্শে থেকে মানুষ ভাল এবং মন্দের সংস্পর্শে থেকে মানুষ মন্দ হতে পারে।

৩। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত, খারাপ লোকের সাথে বন্ধুত্ব না করা, দুশ্চরিত্রের সাথে ওঠা-বসা না করা। ব্যভিচারী, মাতাল, ধূমপায়ী, বেনামাযী প্রভৃতির বন্ধুত্ব গ্রহণ না করা।

৪। জীবন-সাথী নির্বাচনের সময়েও সেই খেয়াল রাখা উচিত। যাতে ভালোর সাথী হয়ে জীবন সুন্দর ও সুখময় হয়ে ওঠে এবং খারাপ সাথী গ্রহণ ক'রে জীবন বিষময় না হয়।

অপরকে কষ্টদান

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ((**مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ**)). متفق عَلَيْهِ

(১৩) আবূ মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সর্বোত্তম মুসলমান কে?' তিনি বললেন, "যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

উক্ত হাদীসে নিজের হাত ও জিভকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে মুসলিমকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যাতে উভয় অঙ্গের কোন একটি দ্বারা কোন মুসলিম ভাই কষ্ট না পায়। যেহেতু সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম, যে উক্ত অঙ্গ দু'টি দ্বারা অপরকে কষ্ট দেয় না।

জিভ ও হাতের সাহায্যে অধিকাংশ কষ্টদানের কাজ হয়ে থাকে বলেই উভয় অঙ্গের কথা হাদীসে উল্লেখ হয়েছে।

জিভের দ্বারা গালি দেওয়া, খোঁটা দেওয়া, গীবত করা, চুগলী করা, মিথ্যা বলা, অভিশাপ করা, অপমান করা, অপবাদ দেওয়া, কুমন্ত্রণা দেওয়া, ভাঁওতা দেওয়া, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা, অহংকার করা ইত্যাদির মাধ্যমে অপরকে কষ্ট দেওয়া হয়।

আর হাতের দ্বারা আঘাত ক'রে, সম্পদ আত্মসাৎ ক'রে, অন্যায় ও অত্যাচার ক'রে অপরকে কষ্ট দেওয়া হয়। সুতরাং উক্ত দুই অঙ্গের অপপ্রয়োগ থেকে মুসলিমরা রক্ষা পেলে সমাজ ও পরিবেশ সহজে শান্তিময় হতে পারে। নচেৎ অশান্তি যে অনিবার্য, তা অনুমেয়।

হাদীস থেকে শিক্ষনীয় বিষয়

১। মুসলিমের উচিত, নিজ জিহ্বা ও হস্ত-ঘটিত আচরণ দ্বারা কাউকে কষ্ট না দেওয়া।

২। অপরকে কষ্ট না দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম হতে চেষ্টা করা উচিত।

৩। শাস্তি দেওয়ার জন্য কষ্ট দেওয়া এর পর্যাভুক্ত নয়। যেহেতু মুসলিমদের নিরাপত্তার খাতিরেই অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয়।

সমানুভূতি ও সহমর্মিতা

عَن أَنَسٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((**لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ**)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৪) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

উক্ত হাদীসে পারস্পরিক সমানুভূতি ও সহমর্মিতা রাখতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে মুসলিমদেরকে। সুতরাং সে নিজের জন্য যেমন কষ্ট পছন্দ করে না, তেমনি অপরের জন্য তা করবে না।

নিজের জন্য যেমন যুলুম পছন্দ করে না, তেমনি অপরের জন্য তা করবে না।

নিজের জন্য যেমন অবনতি পছন্দ করে না, তেমনি অপরের জন্য তা করবে না।

নিজের জন্য যেমন ক্ষতি পছন্দ করে না, তেমনি অপরের জন্য তা করবে না।

নিজের জন্য যেমন অসুবিধা পছন্দ করে না, তেমনি অপরের জন্য তা করবে না।

তদনুরূপ নিজের জন্য যেমন আরাম পছন্দ করে, তেমনি অপরের জন্য তা করবে।

নিজের জন্য যেমন ইনসাফ পছন্দ করে, তেমনি অপরের জন্য তা করবে।

নিজের জন্য যেমন উন্নতি পছন্দ করে, তেমনি অপরের জন্য তা করবে।

নিজের জন্য যেমন লাভ পছন্দ করে, তেমনি অপরের জন্য তা করবে।

নিজের জন্য যেমন সুবিধা পছন্দ করে, তেমনি অপরের জন্য তা করবে।

পরামর্শে পরহিতৈষণা থাকবে, উপকারে পরার্থপরতা থাকবে, শিক্ষাদানে হিতাকাঙ্ক্ষিতা থাকবে, উপদেশে আন্তরিকতা থাকবে, মতোবিরোধে উদারতা থাকবে।

আপন কোলে ঝোল টানা মু'মিনের চরিত্র নয়।

আপন ছাগল বেঁধে রাখি, পরের ছাগল হাততালি দি।

আপন বেলায় আঁটি-সাঁটি, পরের বেলায় দাঁত কপাটি।

আপন বেলায় চাপন-চোপন, পরের বেলায় ঝুরঝুরে মাপন।

আপনার ছেলেটি খায় এতটি, বেড়ায় যেন ঠাকুরটি। পরের ছেলেটা খায় এতটা, বেড়ায় যেন বাঁদরটা।

আপনারটা ঢাকা থাক, পরেরটা বিকিয়ে যাক।

আপনার বেলায় পাঁচ কড়ায় গন্ডা, পরের বেলায় তিন কড়ায় গন্ডা।

এ সব মুসলিমের গুণ নয়। সুতরাং

'নিজ প্রতি ব্যবহার আশা কর যে প্রকার,
করহ পরের প্রতি সেই ব্যবহার।'

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। পূর্ণ মু'মিন হতে হলে পরের জন্য তাই ভালবাসতে হবে, যা নিজের জন্য ভালবাসা হয়।

২। অপরের জন্য নিজের মতো পছন্দ না করা হিংসার নিদর্শন। আর তাতে ঈমান কমে যায়।

৩। মু'মিন আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হয় না। সে যেমন নিজের সুখের কথা ভাবে, তেমনি অপরের সুখের কথাও বিস্মৃত হয় না।

৪। এমন ভালবাসা ব্যাপক হলে সমাজে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের ফুল-বর্ষণ হবে।

৫। সকল মানুষের ঈমান সমান নয়। বিশ্বাস ও কর্মভেদে প্রত্যেকের ঈমানের মধ্যে তারতম্য আছে।

সমাপ্ত